হায়েনার রক্ত

-দধিচী

'ও যো সুন্দর হট্ ম্যাম ; বড়ি মস্ত হ্যায়, তেরা তো গাড়ি নিকাল পড়ি'।
"কৌন ম্যাম" ? - আমি বললাম।
"আবে, জাদা ভন্দু মত্ বন্ ; তেরা নজদিকওয়ালা জিস্ পিএসডি ওয়ালী ম্যাম কি হ্যায় উনকি বাত্ হো রাহা হ্যায়"
অহ..... আমি বললাম
তেরে কো ইতনা মৌকা মিলতা হ্যায় ফিরভি তু যুধিষ্ঠির বন রাহা হ্যায়, এ্যায়সা হোতা তো হামে বুলানা হি নেই পড়তা, মৌকা পরোস্তি তো হামারা খুন মে হে"
হুম..... আমি বললাম

উপরের এই কথোপকথন এর পরেও চলেছিল আরো দু-ঘন্টা কাল্পনিক কথোপকথন নয় এটি, বাস্তব ঘটনা। স্থান, কাল, পাত্রের বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয় - স্থান হচ্ছে কোন এক হোস্টেল, কাল হচ্ছে কোন এক রাত দুপুর আর পাত্র ভারতের সাত-আট রাজ্য থেকে একত্রিত হওয়া কিছু ছাত্র। দুই বক্তার মধ্যে এক আমি, ত্রিপুরাবাসী এবং অন্যজন রাজস্থানী। উপরোক্ত রাজস্থানী বক্তা আশ্চর্যান্বিত এই ভেবে যে হায়েনার দলে ছাগল কি করে থাকতে পারে ! উপরে ম্যাম বলতে যার উল্লেখ করা হয়েছে উনি পি এইচ ডি স্কলার, আমার পাশ্ববর্তী এক্সপেরিমেন্টাল প্লটে কাজ করেন। উপরোক্ত কথোপকথনের শেষে আমার উপর ঘোরতর অভিযোগ আনা হয় যে আমি ম্যাম-এর সাথে "পুরুষোচিত আচরণ করিনি। আমি তো অবাক। আমি আবার কি করলাম ! তারপর উপরোক্ত বক্তাই আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়ে আমাকে উপকৃত করলেন। যা বললেন উনি তার বাংলা অনুবাদ করলে এই দাড়ায় যে আমরা পুরুষের জাত, শিরায় বইছে হায়েনার রক্ত। আমরা ছিনিয়ে নেব আমাদের যা প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে খুবলে খাব, এটাই স্বাভাবিক। আমাদের সে অধিকার আছে। ছোট থেকেই নভেল পড়তাম। তাই দুই নর-নারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কের কথা বললেই চোখের সামনে ভেসে উঠতো বিভূতিভূষণ এর অপু ও অর্পনা, শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর শেষভাগ, রবি ঠাকুর, সুনীল গাঙ্গুলী প্রমুখের উপন্যাস ও গল্প থেকে নেওয়া অসংখ্য চরিত্র।

উপরের কথোপকথনের বক্তা নর-নারীর চিরন্তন সম্পর্কে যে কনসেপ্ট দিলেন তার সাথে আমার কনসেপ্টের বিস্তার ফারাক। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত: উত্তর ও পশ্চিম ভারতে যখনই ভ্রমণ করেছি তখনই বিস্তার লোক আমার কানের পাশে ওনাদের মতে আদর্শ পুরুষের বৈশিষ্ট কেমন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন আমার গর্বিত হওয়া উচিত আমি পুরুষ, আমার রক্ত হওয়া উচিত হায়েনার। অর্থ, শক্তি নারী সব অর্জন করা উচিত বাহুবলে। সেইসব লোকেদের বেশীর ভাগই নারীকে মানুষের সারি থেকে সরিয়ে অর্থ আর শক্তির সারিতে খাড়া করলেন। মানুষ বলতে শুধুই পুরুষ ; নারী হচ্ছে পসেশন্ ; যাদের জায়গা হওয়া উচিত ট্রফির সারিতে। বলাই বাহুল্য - বারবার এরজত আমার আদর্শগত টানাপোড়েনে পড়তে হয়েছে। এই জাতীয় মনোভাব ভারতীয়দের শিরায় শিরায় দানা বেঁধে আছে।

Scanned by CamScanner

ভারতের বাস্তবিক জনজীবনের ভেতরে দেখার চেষ্টা করলে দেখা যায় যখনই ভারতে নারী ঘটিত কোন অপরাধ হয় আমরা ক্যান্ডেল মার্চ, মোর্চা ইত্যাদি করে মার্ড ডিগ্রি বার্নের উপর বারাপ্লাস লাগাই। আপাতদৃষ্টিতে আমরা এই অপরাধের হিমশৈলের শুধু উপরের অংশ দেখতে পাই। বাড়ী বেশীর ভাগ অংশই থাকে দৃষ্টির অন্তরালে। এর সবথেকে বড় নির্ণায়ক অংশ হচ্ছে সামাজিক পরিস্থিতি।

পরিস্কার করে বোঝানোর জন্য আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করি। স্থান হচ্ছে বিকালের রেলষ্টেশন, রাজস্থান। এক চিরাচরিত রাজস্থানী পোষাক পরা ভদ্রলোক ওনার স্ত্রীকে নিয়ে সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে এলেন। আমার পাশের চেয়ারেই বসলেন উনি। কিন্তু উনার স্ত্রী বসলেন নীচে, ধূলোময় মেঝেতে। আমি তো অবাক ; যদিও অনেক পরে বোঝতে পেরেছিলাম উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এ খুব সাধারণ ব্যাপার। বেশীর ভাগ জায়গাতেই তৃণমূল স্তরে নারীর ভূমিকা এখনো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের। কাব্যে পড়া চিরন্তন সম্পর্কের বুলি এখানে ঠাঁই পায় না। শিশুর জন্মের পর থেকেই শুরু হয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের নীতির প্রয়োগ। ছেলে হলে মন্ডা মিঠাই, মেয়ে হলে "অ....." । ছেলে হলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মেয়ে হলে যা হয় কিছু একটা। উনার ফিলিং খুব সাধারণ ব্যাপার ভারতের বিশেষ কিছু অংশে, বিশেষতঃ পশ্চিম ভারতে। গ্রামীন পরিবেশে মেয়ের কানে মন্ত্র দেওয়া হয় "সমাজের পাঁচ জনের" কথাই নির্ভর করবে তোর অস্তিত্ব। 'পাঁচজন' যা বলবে তাই ঠিক। উদাহরণ চাইলে ঘুরে দেখতে পারেন ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র। অন্যায়ের প্রতিবাদও করা হয় জাত-পাত দেখে। কিছুদিন আগে এইরকম এক ঘটনার প্রতিবাদে মহারাষ্ট্রের সব মারাঠীরা রাস্তায় নেমে পড়েন কারণ অভিযুক্তরা দলিত সম্প্রদায়ভূক্ত। কিন্তু যখন হরিয়ানাতে তদ্রুপ অপরাধ হয় ও অভিযুক্তরা উচ্চশ্রেণীর, তখন কোন প্রতিবাদ করতে উনারা বের হন নি। নব্বই শতাংশ বিষয়েই চড়ানো হয় রাজনৈতিক রং। সে সামাজিক ব্যবস্থা ক্ষুধার্ত ঋণগ্রস্ত কৃষকদেরকে বাঁচাতে পারে না সেই ব্যবস্থাই ঠিক করে দেয় কে কি পরবে, খাবে ও কিভাবে ব্যবহার করবে। গবাদী পশু বাঁচানোর জন্য মহা তোড়জোড়, অবশ্যই মঙ্গলদায়ক কিন্তু যখন পশুখাদ্য পশুর কাছে না গিয়ে পৌছে যা কিছু খাদ্যদ্রব্যের কারখানায়, তখন ? অতএব এই সব সমস্যার সমাধান আছে গ্রামে। শুধুমাত্র গ্রাম্যস্তরের স্পর্শকাতর নিয়মগুলির সমাধানের মাধ্যমেই এইসব গুরুতর সমাধান সম্ভব।

Scanned by CamScanner